বস্তুতঃ ইমাম সাহেব (রঃ) যেভাবে ফিকহ্ শাস্ত্র সংকলনের কাজ আঞ্জাম দেন তা এমনই এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব যার দৃষ্টান্ত অনৈসলামিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ পদ্ধতিতে তিনি ইমাম মালেক (রঃ) এর বর্ণনা মতে ষাট হাজার এবং আবু বকর ইবনে আতীক (রঃ) এর ভাষ্যমতে পাঁচ লক্ষ মাসায়েলের সুষ্ঠ সমাধান প্রদান করেন। খতীব খাওয়াযমীর বর্ণনা মতে, পাঁচ লক্ষ মাসায়েলের মধ্যে আটত্রিশ হাজার মাসায়েল ইবাদত সংক্রান্ত, আর অবশিষ্ট মাসায়েল মোয়ামালাত বিষয়ক।

طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ (ফকীহগণের স্তরসমূহ) ঃ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ গণ সাত স্তরে বিন্যাস্ত। যথা–

১. **প্রথম স্তর** اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الدِّيْنِ ঃ ইজতিহাদের পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহগণ। যথা ১। *ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) ২। ইমা শাফেয়ী (রঃ) ৩। ইমাম মালেক (রঃ) ৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল* (রঃ) ৫। ইমাম আওযায়ী (রঃ) ৬। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ৭। ইমাম দাউদ যাহেরী (রঃ) ৮। ইমাম তাবারী (রঃ) প্রমুখ।

২. **দ্বিতীয় স্তর** اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الْمَذْهَبِ ঃ মাযহাবের স্বীকৃত উসূলের ভিত্তিতে ইজতিহাদকারী ফকীহগণ। যথা–ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ২। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ৩। ইমাম যুফর (রঃ) ৪। ইমাম ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ) প্রমুখ। এ সকল মনীষী হানাফী উসূলের ভিত্তিতে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস হতে মাসআলার সমাধান বের করতেন।

৩. **তৃতীয় স্তর**– اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الْمَسَائِلِ ঃ প্রথম স্তরের ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিম্বাতকৃত মাসায়েলে তাঁদের গৃহীত নীতিমালার ওপর গবেষণাকারী ফকীহগণ। যে সকল বিষয়ে ইমামদের থেকে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই সে বিষয়ে তারা ইজতিহাদ করতেন। মূলতঃ মাযহাব প্রবর্তক ইমামের মতের সাথে ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকারী নন। যথা–১। ইমাম আবু বকর খস্সাফ (রঃ) ২। ইমাম তহাবী (রঃ) ৩। ইমাম কারখী (রঃ) ৪। শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (রঃ) ৫। শামসুল আইম্মা সরখসী (রঃ) ৬। ফখরুল ইসলাম বযদবী (রঃ) ৭। কাযী খাঁন (রঃ) প্রমুখ।

৪. **চতুর্থ স্তর** اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ ঃ পূর্ববর্তী ইমামগণের ফতোয়ার দলীল প্রমাণ বের করার কাজে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন নন। তবে ইজতিহাদের সকল উসূল তাদের আয়ত্বে। এ কারণে কোন মুজতাহিদের অনুসরণে দ্বিমুখী অস্পষ্ট উক্তির ব্যাখ্যা ও একটিকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম। যথা– ১। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাযী (রঃ) প্রমুখ।

৫. **পঞ্চম স্তর**– اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ ঃ দলীল প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে একই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদানের অধিকারী ফকীহগণ। যথা ১। হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানউদ্দীন আল মুরগীনানী (রঃ) ২। আল্লামা আসবী জাবী (রঃ)। কারো কারো মতে আল্লামা কুদূরী (রঃ) এ স্তরের শামিল, কারো কারো মতে ৪র্থ স্তরে শামিল ছিলেন।

৬. **ষষ্ঠ স্তর**– اَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ ঃ সবল-দুর্বল ইত্যাদি মতামতের মধ্যে পার্থক্যকারী ফকীহবৃন্দ। যথা–১। শামসুল আইম্মা কুদূরী (রঃ) ২। জামালুদ্দীন হাসীরি (রঃ) ও মুখতার, বেকায়া, মাজমা' ইত্যাদি গ্রন্থকারগণ।

৭. **সপ্তম স্তর**– مُتَّبِعِيْنَ الْمَذْهَبِ فَقَطْ ঃ মাযহাবের ফতোয়া অবগত উলামায়ে কেরাম, যারা উপরোক্ত কোন প্রকার দক্ষতার অধিকারীনন। এ স্তরটি মূলত তবকাতে ফুকাহার অন্তর্ভূক্ত নয়।

ফিক্হে হানফীর মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীবর্গের মন্তব্য ঃ

(ক) য়াহ্য়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রঃ) বলেন- আমি আল্লাহ তাআলার সমীপে মিথ্যা বলতে পারব না, বাস্তব কথা এইযে, আবু হানীফা (রঃ)-এর ফেকহ এর ন্যায় উত্তম ফেকহ আমি কারোরটি পায়নি। একারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তার ফিকহ গ্রহণ করেছি।